بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ আগস্ট, ২০২৩ মোতাবেক ০৪ যহুর, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় গত শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত জামা'তে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে বা সমাপ্ত হয়েছে আর কখনো কখনো বৈরী আবহাওয়া সত্যেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সামগ্রিকভাবে, সবদিক থেকে, সকল ব্যবস্থাপনা মোটের ওপর কোনো প্রকার দুশ্চিন্তায় না ফেলে (সুন্দরভাবে) সমাধা হয়েছে। এ বছর উপস্থিতিও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এর জন্য আমরা যতই আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন তা হবে অপ্রতুল, কেননা তিনি আমাদের জলসাকে অফুরন্ত কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আহমদী বা অআহমদী অতিথি সবাই এটি অনুভব করেছেন। আমরা দুর্বল (মানুষ)! আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়ই আমাদের কাজ চলে এবং জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, তা গণনা করা সম্ভব নয়। আমরা সর্বদা এবং সবসময় আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার অবলোকন করি যে, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (সূরা আন-নাহল: ১৯)। অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি গণনা করতে চাও তবে তোমরা তা আয়ত্ব করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা পরম ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। আল্লাহ্ তা'লা বাহ্যিক দুর্বলতাগুলোকে উপেক্ষা করে এতো বেশি এবং এমন সব মাধ্যম ও পন্থায় আমাদেরকে আশিসমণ্ডিত করেন যে, আমরা কখনোই প্রকৃত অর্থে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে সক্ষম হব না। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশও রয়েছে যে, তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যাও । তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আরো অধিক দানে ভূষিত করবেন। অতএব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলো আমাদের দায়িত্ব, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির জন্য তাঁর দরবারে বিনত থাকা আমাদের দায়িত্ব। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে থাকব, প্রত্যেক সফলতাকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণ গণ্য করে দায়িত্ব পালন করতে থাকব, (ততদিন) আমাদের অগ্রযাত্রা সবসময় অব্যহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। অতএব এই জলসার সফলতায় আমাদের উচিত সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যে–সব দুর্বলতা রয়ে গেছে এর জন্যও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অনুরূপভাবে (জলসায়) যোগদানকারীদেরও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেননা তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন বলেই আমরা জলসায় যোগদান করে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেছি। কোভিড মহামারি এখনো পুরোপুরি শেষ না হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে সকল কাজ সুন্দরভাবে সমাধা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এত বিশাল জনসমাগম সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা (সবাইকে) নিরাপদে রেখেছেন। (জলসার) পরও আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে নিরাপদ রাখুন। কেউ কেউ জলসার পর বরং জলসার দু-তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তৎক্ষণাতও নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দিন এবং নিরাপদে রাখুন। আমার জানা

মতে, এমন মানুষ খুবই অল্প (যারা অসুস্থ হয়েছেন) এবং বর্তমানে যারা এই মহামারিতে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা জলসার কারণে নয় বরং মোটের ওপর সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, কোনো কোনো জায়গায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখন এই রোগ অন্যান্য রোগব্যাধির মতোই (কখনো) বৃদ্ধি পায় এবং কমেও যায়। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক রোগীকে আরোগ্য দান করুন।

এখন আমি কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। সার্বিকভাবে এবার সবাই নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং অসাধারণভাবে হাসিমুখে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন যেমনটি আমি শুরুতে তাদেরকে বলেছিলাম, উপদেশ দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীর নিজেদের বিভাগের দায়িত্ব পালনে এবার বিশেষ দক্ষতা দেখা যাচ্ছিল। লাজনাদের অংশেও, পুরুষদের অংশেও। প্রতি বছর লাজনার পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানো এবং খাবার সরবরাহের বিষয়ে অভিযোগ আসত কিন্তু এবার অভিযোগ আসে নি বললেই চলে। (এছাড়া) খাবারের মার্কি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আয়োজনের জন্য এ বছর স্থান পরিবর্তন করে লাজনাদের সকল (প্রয়োজনীয়) সুযোগ-সুবিধা এক জায়গা থেকেই সরবরাহ করা হয়েছিল, সামগ্রিকভাবে এটিও মহিলারা পছন্দ করেছে। কোনো ঘাটতি যদি থেকে যায় তাহলে ভবিষ্যতে তা দূর করার চেষ্টা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

অনুরূপভাবে ট্রাফিক বিভাগ, পাকশালা, রুটি প্লান্ট, নিরাপত্তা বিভাগ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ রয়েছে। এছাড়া সবচেয়ে বড়ো হলো এমটিএ বিভাগ। তারা এ বছর নতুনভাবে জলসাকে সারাবিশ্বের সাথে সংযুক্ত করেছে। যাহোক, সকল বিভাগ, আমি তাদের নাম উল্লেখ করি বা না করি; নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। অতএব আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আগত অআহমদী অতিথিরাও সকল কর্মীর পরিশ্রম এবং উন্নত আচরণ দেখে অসাধারণ বিস্ময় প্রকাশ করেছে আর আমাদের কর্মীদের এই নীরব এবং ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এমন ছিল, যা তবলীগের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমি কেবল একটি বিষয়ের দিকে জলসা সালানা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হলো, জলসা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পানি বন্ধ করে দেওয়া হতো আর বাথরুমে পানি থাকতো না। তাদের কমপক্ষে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত পানি সরবরাহ করা উচিত। এছাড়া সামাগ্রীকভাবে ব্যবস্থাপনা উন্নত ছিল। বহির্বিশ্ব থেকে আগত, বিভিন্ন দেশ থেকে আগতদের মাঝে অআহমদী ও অমুসলমানরাও ছিল, তাদের আবেগ-অনুভূতি কীরূপ ছিল, জলসার ব্যবস্থাপনা এবং জলসার (অনুষ্ঠানাদি) দেখে তারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে এ (সম্পর্কিত) কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করছি, সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

প্রফেসর ডাক্তার জিয়ালু বীন, বুরকিনা ফাসোর বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বর্তমানে আর্মিতে কর্নেল (হিসেবে) কর্মরত আছেন। আমাদের চক্ষু ইন্সটিটিউটেও মাঝে মাঝে আসেন। তিনি প্রথমবার (জলসায়) যোগদানের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তা হলো, হাজার হাজার মানুষ এক অভিন্ন লক্ষ্যে এক স্থানে একজন ধর্মীয় নেতার চতুর্দিকে সমবেত। সবাই ঐক্যবদ্ধ, সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন। অসাধারণ ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের এক স্থানে সমবেত হওয়া বিস্ময়কর। আমি এ বিষয়টি দেখার জন্য লোকদের সাথে মিশেছি যে, এতে

সার বলতে কিছু আছে? নাকি কেবল কৃত্রিমতা। কিন্তু একজনের চেহারায়ও আমি অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করি নি। বিভিন্ন অঞ্চল, জাতি এবং দেশের বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের এক উদ্দেশ্যে, এক স্থানে এবং এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, এক অসাধারণ ঘটনা। কাজেই, জলসায় যোগদানকারী আহমদী যারা আছেন (তারা) এভাবে অআহমদীদেরকে কার্যত তবলীগ করে। পুনরায় তিনি বলেন, বক্তৃতার মান অনেক উন্নত ছিল। এসব বক্তৃতা আমাদের শিক্ষা এবং এক লক্ষ্য ও অভিন্ন উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়ক ছিল। যুগ খলীফার বক্তৃতামালাও আমি শুনেছি। তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে (ইসলামী) শিক্ষামালা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি বুঝি যে, বিশ্ববাসীর জন্য এখন খোদার বাণী অনুধাবন করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বাণীকে অনুধাবনের জন্য কোনো এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি এ বিষয়ে সাহায্যও করবেন। তাই আহমদীয়া জামা'তে যে খিলাফত ব্যবস্থা রয়েছে তা এমন এক ব্যবস্থাপনা যা থেকে বিশ্ববাসী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তিনি বলেন, আরো একটি বিষয় যা আমি লক্ষ্য করেছি তা হলো, খোদা তা'লা এবং নিজ ইমামের সাথে আহমদীদের অসাধারণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রয়েছে, সবাই ঐক্যবদ্ধ। সবাই একে অপরের সাথে এক সত্তার ন্যায় নিজ ইমামের প্রতি এই বিশ্বাস রাখে যে, তিনি আমাদের সত্য পথপ্রদর্শনকারী। তিনি বলেন, জলসা দেখার পর আমার এখন ইচ্ছা হলো, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকে তৌফিক দেন তাহলে প্রতি বছর আমি জলসায় অংশগ্রহণ করব, কেননা এখানে তিন দিন খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং মানবতা সম্পর্কে কথা বলা হয়। তাই আমার জন্যও এসব কথা শেখা আবশ্যক। আমেরিকা থেকে আইন শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক জলসায় অংশগ্রহণ করেন যার নাম হলো ডক্টর ব্রেড শাফ্ট । তিনি বলেন, এখানে এতো বড়ো লোকসমাগম দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। মানুষের মাঝে সহযোগিতামূলক মনোভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, আমি সারা পৃথিবীতে এমন বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন নিজেও করেছি, যেখানে রেজিস্ট্রেশনেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সালানা জলসায় যে সুব্যবস্থাপনার অধীনে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি মাত্র কয়েক মিনিটে সমাধা করা হচ্ছিল তা এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য ছিল। আমি এখানে এসে দপ্তরে বসামাত্রই কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রতিটি জিনিস প্রস্তুত করে আমাকে সরবরাহ করা হয়। এরপর আমাকে জানানো হয় যে, আগমনকারী অতিথিদের রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পূর্বেই সমাধা হয়ে গিয়ে থাকে যেন অতিথিদের যথাসম্ভব স্বল্প সময় অপেক্ষা করতে হয়। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মীরাও মাশাআল্লাহ্ অত্যন্ত সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন, আতিথেয়তা খুবই উত্তম ছিল। ট্রাফিকের এতো চাপ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবীরা যেভাবে একাগ্রচিত্তে কাজ করছিল তা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। মোটকথা, যেখানেই যে কর্মীর সাথেই সাক্ষাৎ হয়েছে সবারই তিনি প্রশংসা করেছেন।

বেলিজের এক শহরের মেয়র এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার সারাজীবনে কখনো এত শান্তিপ্রিয় মানুষ দেখি নি যারা (মানুষের প্রতি) এতটা ভালোবাসা রাখে এবং এত শান্তিপ্রিয়। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, কিছু লোক ইসলামকে কেন সন্ত্রাসবাদের সাথে তুলনা করে। আমি এখানে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেছি আর মানুষের পরস্পরের প্রতি যে ভালোবাসা ও উত্তম আচরণ দেখেছি তা নিশ্চিতরূপে প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, আমি আগামী বছর পুনরায় জলসায় আসার বাসনা রাখি। একজন মেয়র হিসেবে নয় বরং একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আসতে চাই। স্বেচ্ছাসেবীরা বা কর্মীরা আমাকে এতটা

অনুপ্রাণিত করেছে । তিনি বলেন, আমিও এমন চমৎকার জলসার ব্যবস্থাপনার অংশ হতে চাই। এত মহান জনসমাবেশ আমি কখনো দেখি নি। এ হলো (বহিরাগতদের অভিমত)। পুনরায় তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ হলো আহমদীয়াত। অতএব এ হলো প্রকৃত ইসলাম যা জামা'ত উপস্থাপন করে যার ফলে অন্যরাও প্রভাবিত হয়।

ঘানার একজন বন্ধু হলেন মাইকেল উইলসন। পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রাণালয়ের অধীনে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিষয়ক' একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি সেটির প্রধান প্রযুক্তিবিদ হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। তিনিও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জলসার পূর্বে আলোচনাকালে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থাপনা দেখে বলেন, যা কিছু আমি দেখছি বা এখন পর্যন্ত যা আমি দেখেছি এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কখনো সম্ভব হতে পারে না। জুমুআর দিন জলসাগাহে পৌঁছে বার বার একথা বলতে থাকেন, এখানে সব স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ববোধ আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। সত্যিই এটি এক ঐশী জামা'ত। আর এই সমস্ত কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এখানে খুবই নিয়মতান্ত্রিক ও আকর্ষণীয় পরিবেশ রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীর সবাই সুশিক্ষিত। তাদের মাঝে কতক কনসালটেন্ট, কিন্তু জলসায় তারা কাঠমিস্ত্রি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবীদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লার ভীতি না থাকে তাহলে কখনো এমন উৎকৃষ্ট মানের কাজ সম্পাদিত হতে পারে না। অতএব সেই সমস্ত কর্মীরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যারা এভাবে নীরব তবলীগে রত থাকেন। আন্তর্জাতিক বয়আতও তার হৃদয়ে রেখাপাত করে।

তিনি বলেন, জলসার পূর্বে আমি জানতাম না যে, আহমদীয়াত কী, কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি। আমার মনে হয় এখন আমি প্রতি বছর আসব। এছাড়া তিনি আরো বলেন, ঘানা জামা'তের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত, ঘানায় জামা'তকে আরো পরিচিত করা প্রয়োজন, এখনো এক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে।

হাইতির ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মিস্টার **ইউলটিরেন** (Mr. Yulturan) যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। আমার জন্য এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী ও আনন্দঘন ছিল। আয়োজন খুবই উন্নত মানের ছিল। ৪০ হাজারের অধিক মানুষের সমাগম সত্ত্বেও কোনো প্রকার অব্যবস্থাপনা দৃষ্টিগোচর হয় নি। প্রত্যেকে একে অপরের সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করছিল। প্রত্যেককে এই চেষ্টায় রত দেখা যাচ্ছিল যে, আমার দ্বারা যেন কারো কোনো কষ্ট না হয়, বরং প্রত্যেকে একে অপরের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখছিল। এই বিষয়টি আমি আর কোনো ধর্ম বা জাগতিক জনসমাবেশে দেখতে পাই নি। আর এটিও জলসার একটি উদ্দেশ্য যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বর্ণ ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে এমনভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করছিল যেন তারা একই পরিবারের সদস্য। একই রকম খাবার প্রত্যহ বিভিন্ন জাতির লোকেরা এমনভাবে খাচ্ছিলেন যেন এই খাবার তাদের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি বলেন, আমি আফ্রিকা থেকে আগত একজন অতিথিকে জিজ্ঞেস করি, কোনো বিষয়েই আপনাদের কোনো আপত্তি বা সংকোচবোধ নেই, এর কারণ কী বলেন তো? তখন সেই আফ্রিকান ভাই বলেন, এখানে জলসায় আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আর যুগ খলীফার দর্শন, তার কথা শ্রবণ এবং তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসি। তাই অন্যান্য

সকল পার্থিব বিষয়াদি আমাদের কাছে কোন গুরুত্ব রাখে না। তিনি বলেন, এই বিষয়টি আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এরপর তিনি জামা'তের প্রশংসাও করে বলেন, বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'ত পৃথিবীতে শান্তি বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরপর বলেন, আহমদীদের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ নেই। সবাই সমান ছিল। এমনটি আমি প্রথমবার দেখেছি। বিভিন্ন বয়সের লোকেরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করছিলেন। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ বিভাগ রয়েছে, পার্কিং বিভাগ রয়েছে, খাদ্য পরিবেশনা বিভাগ রয়েছে, পানি সরবরাহ বিভাগ রয়েছে, শৃঙ্খলা বিভাগ রয়েছে, সবাই সেবার উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের মাঝে অসংখ্য এমন গুণ প্রত্যক্ষ করেছি যা আজ পর্যন্ত আমি অন্য কোথাও দেখিনি। তিনি বলেন, আমি বহু ধর্মীয় পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনেছি এবং দেখেছি। কিন্তু সবাই নিজেরই গাণ গায় আর বলে, আমার কথা শোনো। কিন্তু যুগ খলীফা আল্লাহ্ তা'লা এবং মুহাম্মদ (সা.) আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনিয়েছেন (এবং তিনি আরও বলেন), একথাগুলো শোনো এবং এর আনুগত্য করো। তিনি বলেন, এই বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। তিন দিনই তিনি জলসাগাহ্তে বসে বক্তৃতামালা শুনতে থাকেন, বরং অনেক আহমদীর চেয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে শুনেন। নিজের ডায়রিতে বিভিন্ন বক্তৃতার নোট নিয়েছেন। আর যেখানে তিনি কোনো কথা বুঝতে পারতেন না, তার পাশে বসা ব্যক্তির কাছে সেই কথার অর্থ জিজ্ঞেস করে নিতেন। তিনি বলেন, যদিও আমি আহমদী নই, কিন্তু এই জলসায় অংশগ্রহণের পর এখন আমি আহমদীয়া জামা'তের সপক্ষে কথা বলবো আর যেখানেই মুসলমানদের উল্লেখ হবে আমি বলব, আহমদীরাই প্রকৃত এবং আমলকারী মুসলমান আর আমি আপনাদের পক্ষে কথা বলব।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়ার সাবেক ধর্মমন্ত্রী লোকমান হাকীম সাইফুদ্দিন সাহেব বলেন, জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমি অনেক গর্বিত। আর আপনাদের স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'– এটি আমি লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকেই প্রত্যক্ষ করা আরম্ভ করি আর জলসা গাহতো পৌঁছন পর্যন্ত এই স্লোগান দেখি এবং জলসার দিনগুলোতেও এই বিষয়টিই প্রত্যক্ষ করেছি। সকল ক্ষেত্রে উন্নত মানের আতিথেয়তা দেখতে পেয়েছি। ভ্রাতৃত্ববন্ধন অনেক দৃঢ় দেখেছি। চারিদিকে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ, হাস্যবদনে দেখা করা, অভিনন্দন জানানো, দোয়া দেয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি।

গাম্বিয়া থেকে সেখানকার তথ্যমন্ত্রী লোমিনাসাই জামে সাহেব জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি ২০২৩ সনের সালানা জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনায় যারপর নাই প্রভাবিত হয়েছি। তার চেয়েও অধিক আশ্চর্য হয়েছি সেসব স্বেচ্ছাসেবীদের দেখে যারা নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের দায়ীত্ব পালন করছিল এবং নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিল। এত বড় জনসমাগমে কোনো একটি ঘটনাও এমন ঘটেনি যেখানে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে বা কোনো ঝগড়া হয়েছে। আর সমস্ত ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালনা করা হয়েছে। আমি কোনেরকম ঘাটতি দেখতে পাইনি। তিনি বলেন, আরেকটি বিষয় যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা হলো, জামা'তের সদস্যদের তাদের ইমামের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখা যায় না। তিনি বলেন, আমি এই কথা স্বীকার না করে পারছি না, আজ পৃথিবীর বুকে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধের জীবন্ত চিত্র কেবল আহমদীয়া জামা'তের মাঝেই দৃষ্টিগোচর হয়, যেখানে সবাই হাসিমুখে জাতি ও বর্ণ-বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে একে অপরের সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করছে যেন তাদের শত সহশ্র বছরের পরিচয়। এরপর গাম্বিয়া জামা'তের যেসব সেবামূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা সেগুলোকে খুবই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি।

গাম্বিয়া থেকেই এসেছেন সরকারী মুখপাত্র এব্রেমাজি সিনকারে, তিনি এবং রাষ্ট্র প্রধানের প্রবাসী বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি বলেন, জলসার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এর সফলতার বাস্তব চিত্র ছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলা, সকল অংশগ্রহণকারীর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার স্পৃহা দেখার মতো ছিল। সমস্ত ভাষণ ও বক্তৃতা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। বক্তারা পারস্পরিক ভালোবাসা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার নসীহত করেছেন। পুনরায় তিনি বলেন, যুগ খলীফা উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণে সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করার যে নসীহত করেছেন তাতে আমি অভিভূত । তিনি ব্যক্তিগতভাবে লোকদের সাথে সাক্ষাৎও করেছেন। তিনি বলেন ব্যক্তিগতভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বৃদ্ধ ও যুবক শ্রেণির সাথে সাক্ষাতের ফলে আমার হৃদয়ে আশা জেগেছে, বর্তমান সমস্যবলী সত্ত্বেও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আর এমন লোকদের পাওয়া গেছে যারা পৃথিবীকে পুরো মানবতার জন্য শান্তিপূর্ণ আবাসস্থলরুপে তৈরি করতে চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ৪০ হাজারের অধিক অতিথির আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনা জামাত যেভাবে পরিচালনা করছে তা দেখেও আমি আশ্চর্য হয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যুবক শ্রেণির উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং স্বেচ্ছাসেবার প্রেরণা সবচেয়ে বেশি আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, ব্যবস্থাপকদের প্রতি সম্মান এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমার মনমস্তিষ্কে যেভাবে রেখাপাত করেছে তা ম্লান হওয়ার নয়। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কেননা এমন যুবকেরা পৃথিবীকে সর্বোন্নত স্থান হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট। অতএব (হুযুর বলছেন) আমাদের যুবকদের যে প্রভাব অন্যদের ওপর পড়ে তা-ও এক নীরব তবলীগই বটে।

লুইস কার্লোস উসিলভা একজন সাংবাদিক। ব্রাজিলের মেট্রোপলিস থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, সবকিছু খুবই ভালো লেগেছে। ১১৮টি দেশের মানুষের এক স্থানে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত হওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের পরস্পরের সাথে সম্মান, ভদ্রতা, প্রফুল্লচিত্ততা এবং সহানুভূতির সাথে সাক্ষাৎ করা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তিনি জলসার অনুষ্ঠানগুলোরও প্রশংসা করেছেন। পরিবহন ব্যবস্থার বিষয়েও তিনি বলেন, অতিথিদের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলেন, এটি একটি অসাধারণ বিষয়। তিনি বলেন, আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই, এত বড় জলসায় যে সহস্র সহস্র মানুষকে কর্মরত দেখেছি তাদের মাঝে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না বরং সবাইকে একটি আবেগ এবং স্পৃহা নিয়ে কাজ করতে দেখেছি।স্বেচ্ছাসেবকরা নিঃস্বার্থভাবে সেবা করছিলেন।

এরপর রয়েছেন স্পেনের প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভূক্ত এক ব্যক্তি, পেশায় যিনি একজন ইতিহাসবিদ, আর্কাইভিস্ট এবং কর্ডোভার উনদুলুস লাইব্রেরীতে কাজ করেন। তিনি বলেন, জলসা সালানার নিমন্ত্রণে আমি এসেছি, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি ইসলাম এবং ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনাদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমার প্রতি পরম পরায়নতা দেখানো হয়েছে। আপনারা অনেক সম্মান দেখিয়েছেন। আমি কখনো ভুলতে পারবো না। বিভিন্ন ধর্মের এবং সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের এত বড় জনসমাগম ইতপূর্বে আমি কখনো দেখি নি। নিশ্চয় এসব লোকেরা আল্লাহ তা'লার ভালোবাসার অর্জনের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছিল। আহমদীয়া জামাত আজকের যুগে সত্যিকার অর্থেই দৃঢ়তা ও সাহস এবং সংগ্রামের একটি আদর্শ স্থাপন করেছে। এই দৃষ্টান্তকে আমি আমার প্রাত্যহিক জীবনে আমার দৃষ্টিপটে রাখবো। আমার জন্যও এটি শিক্ষণীয় বিষয়।

ইতালির একজন সাংবাদিকও এসেছিলেন। তাঁর নাম হলো মারপোরস প্যান্টি। তিনি একটি সংবাদপত্রের প্রধান এডিটর। তিনি বলেন, আমি জলসার ব্যাপারে পূর্বেও শুনেছিলাম

এবং পড়েছিলাম, কিন্তু এতে অংশগ্রহণ করা একেবারে ভিন্ন ধরণের এক অভিজ্ঞতা। আমি সেচ্ছাসেবীদের কাজ দেখে খুবই অভিভূত। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যা দেখা গেছে তা হল উন্নত মানের শৃঙ্খলা। এত বড় সংখ্যাকে দৃষ্টিপটে রেখে এটি অনেক কঠিন কাজ। তিনি বলেন, এত বড় পরিসরে শৃঙ্খলা এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জলসা সালানাতে আমি দেখেছি তা হল নামায। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নামায একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে। তিনি বলেন, আমি মুসলমান নই, কিন্তু আমি মনে করি যেভাবে আহমদীরা নামায পড়ে এটা প্রত্যেক মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব। আমি সেখানে হাজার হাজার লোকের আগ্রহ এবং মনোযোগ দেখে খুবই আনন্দিত। সাংবাদিক হিসেবে আমি অনেক লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি। নতুন লোকদের পাশাপাশি পূর্বপরিচিতদের সাথেও সাক্ষাত হয়েছে। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস সম্পর্কেও আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

সেনেগালের কোল্ডা অঞ্চলের গভর্নর সির আন্দ্রু সাহেবও জলসায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি জলসায় প্রথমবার যোগ দিয়েছি। পুরো সততার সাথে আমি বলছি, যে শৃঙ্খলা আমি জলসায় দেখেছি সেটা আজকের পূর্বে কখনো দেখি নি। খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রতি আহমদীদের যে ভালোবাসা রয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি গভর্নর হিসেবে অনেক সফর করেছি, কিন্তু এত গভীর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত কোথাও দেখি নি। তিনি বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সেসব উদ্ধৃতি পাঠ করা হয়েছে সেগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছে। এই জলসায় যে বিশেষ বিষয়টি আমি দেখেছি সেটা হলো ত্যাগের স্পৃহা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে এটিও নির্ধারণ করেছেন যে, একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর। যা তিনি দেখেছেন তাহলো প্রত্যেক ব্যক্তি অপরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়। ছাত্রজীবনে আমি খেলাফতের ব্যাপারে শুনেছিলাম, কিন্তু প্রকৃত ও সত্যিকার খেলাফত আমি শুধু আহমদীয়া জামাতেই প্রত্যক্ষ করেছি। সমগ্র মুসলিম উম্মত যদি আহমদীয়া জামাতের অনুসরণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে মুসলমানরা সফল হবে।

কলম্বিয়ার একজন অতিথি ছিলেন রোজা ভেলেন্সিয়া সাহেব। তিনি বলেন, আমি এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা ও যুগ খলীফার তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ এবং আহমদী সদস্যদের দেখে আমি অভিভূত। সালানা জলসাতে যা কিছু দেখেছি তাতে আশা ও প্রেরণা জাগে যে সময় সংকটপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস রাখা উচিত। তিনি বলেন, খোদা আমাদের সাথে আছেন। খলীফার বাণী আমার হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করে। কেননা শান্তি একটি চূড়ান্ত কাম্য বিষয় বরং উত্তম জীবনের মাধ্যমও বটে। অত:পর তিনি স্বেচ্ছাসেবীদের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। অদ্ভূত বিস্ময়কর ব্যাবস্থাপনা ছিল। আতিথেয়তা ছিল অসাধারন। সর্বত্র হাসিমুখ দেখেছি। জলসা সালানার স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক সেবা পৃথিবীর জন্য অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত এবং সত্যান্বেষীদের জন্য প্রেম ভালবাসার অনুপম শিক্ষা।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত জেবিয়ের ফাগুরা জলসার প্রথম দিন অংশগ্রহণ করেন। জলসার ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দেখে তিনি এতটাই অভিভূত হন যে, পরবর্তীতে তিনি আর্জেন্টিনা ও আশপাশের ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিগণ যারা জলসায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সবাইকে রীতিমত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তার দূতাবাসে দাওয়াত দেন, যেন অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতগণ ও তার দূতাবাসে নিযুক্ত কূটনীতিকদের

জলসা সম্পর্কে অবহিত করা যায়। তিনি বলেন, জামাতের শিক্ষা ও বিশেষভাবে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন এবং নিজেই এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি সর্বাত্মক সহযোগীতা করার জন্য প্রস্তুত আছেন। আর বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও কূটনীতিক শ্রেণীর কাছে জামাতের পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করবেন।

চিলি থেকে তিন ব্যক্তি এসেছিলেন। তারা একটি খৃষ্টান সংগঠনের লোক। তাদের মধ্যে ড. নেস্ত্রো সোতো খৃষ্টান ধর্মযাজক যিনি ধর্মতত্ত্ববিদও বটে। তিনি চিলির একটি খৃষ্টান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন, যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে সেটি হচ্ছে জামাতের ঐক্য ও পারস্পরিক ভালবাসা। তিনি বলেন, আমি চল্লিশ বছর যাবৎ সমগ্র বিশ্বে খৃষ্টানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছি, কিন্তু আহমদীয়া জামাতের জলসার ন্যায় শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকর্মীদের মাধ্যমে পরিচালিত এত বড় অনুষ্ঠান আমি অন্য কোথাও দেখিনি। (তিনি) খুবই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও সরকারের সাথেও তার সম্পর্ক রয়েছে এবং সেখানেও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সমবেত করে ধর্মীয় সভা-সমাবেশের ব্যবস্থা করে থাকেন। তার ধারণা অনুসারে আমাদের জলসার সাফল্যের রহস্য হচ্ছে আমাদের একতা যা যুগ খলীফার সত্তাকে কেন্দ্র করে। আমাদের খেলাফতও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তার অভিমত হচ্ছে, এটি একটি নিদর্শন যে, এ জামাত প্রতিষ্ঠার একশ ত্রিশ বছরের অধিককাল গত হয়েছে অথচ এখনো আমাদের মধ্যে কোন ধরণের বড় মতভেদ ও ফির্কাবাজী সৃষ্টি হয়নি। তিনি বলেন, আমাদের ইভানজেলিকাল খৃষ্টান সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাই হচ্ছে নেতৃত্ব লাভের জন্য পারস্পরিক বিবাদ ও মতভেদ। এর বিপরীতে আপনাদের জলসার ব্যবস্থাপনা ও অনুষ্ঠানাদী দেখে বুঝা যায় যে, আপনাদের জামাত এক দেহ সদৃশ। যুগ খলীফা সে দেহের মাথা ও মস্তিস্ক আর বাকী জামাত সে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় যা মস্তিস্কের নির্দেশ ও ইঙ্গিত অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং খেলাফতের এ গুরুত্ব অন্যরাও অনুধাবন করে।

স্পেনের এক জেরে তবলীগ বন্ধু এলওয়ে পেরের সাহেব বলেন, এ জলসায় আমার সাথে বাদশাহ্র চেয়েও উত্তম ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক যত্ন করা হয়েছে, পুরোটা সময় নিজ ঘরের পরিবেশ অনুভব করেছি। আহমদীয়া জামাতের স্বেচ্ছাসেবীদের চল্লিশ সহস্রাধিক লোকের সেবা করা একটি মহান নিদর্শন। আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সময় আমি আহমদীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এটি সচল ও জীবন্ত ইতিহাসের একটি অংশ ছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আমি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ অনুভব করেছি। তিনি বলেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আমি আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি (অথচ তিনি মুসলমান নন), কিন্তু আল্লাহ্ সংক্রান্ত বিশ্বাস বিভিন্ন ধর্মে সমান ও অভিন্ন। নিঃসন্দেহে জলসার দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লাকে আপনার সাথে এবং সকল আহমদীদের সাথে দেখা গিয়েছে। আমি রবিবার আহমদী সম্প্রদায়কে তাদের ঈমান নবায়ন করতে দেখে অভিভূত। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ আবেগ ও আনন্দের আতিসহ্যে কাঁদছিল। জলসায় প্রদানকৃত বক্তৃতাসমূহ আমার ভাল লেগেছে। এখান থেকে আমি নিজের সাথে বিশেষ বাণী নিয়ে এসেছি যেমন: সহমর্মিতা ব্যতীত কোন ধর্ম, ধর্ম হতে পারে না। যে মুসলমান মানবজাতির প্রতি দয়া করে না সে মুসলমান বা আল্লাহ্র অনুসারী হতে পারে না। মসজিদে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি আমাকে আরো লিখেছেন, আমি স্বীকার করছি, যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে তা হল আপনার সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। এরপর তিনি তার টি-শার্টের ওপর স্বাক্ষর করানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন, আমার স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে যান।

কানাডার সংসদ সদস্য কেল সেওয়াগ সাহেব বলেন, জলসায় যোগদান করা আমার জন্য অনেক বড় একটি বিষয় ছিল। যেখানে নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা ও স্বেচ্ছাশ্রমের শিক্ষা পাওয়া যায়। আহমদীয়া জামাতের ওপর যে অত্যাচার চলছে এ সম্পর্কে বলেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত এবং আহমদীদের সাহায্য করা উচিত, আহমদী উকিলদের সাহায্য করা উচিত। আহমদী মসজিদসমূহকে ধ্বংস করা হচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। এরপর তিনি বলেন, নোট নেয়ার জন্য একটি ডায়েরী নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু বক্তৃতা শোনায় এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, নোট নেয়ার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

কানাডার আদিবাসীদের ভাইস চীফ ভদ্রমহিলা এলিভের বলেন, এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমি এ বছর আমার আরো কয়েকজন ইনডিজেনাস বন্ধুদের সাথে জলসায় যোগদান করতে পেরেছি। আমার জন্য আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অত্যন্ত আবেগঘন মুহূর্ত ছিল। আমি আমার সারাজীবনে কখনো এমন অনুষ্ঠান দেখি নি যা প্রত্যেক মানুষকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দেয়। প্রত্যেকেই আবেগআপ্লুত ছিল এবং আমিও আবেগে কাঁদছিলাম। তিনি বলছেন, যদিও আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানের পদ্ধতি আমাদের ইবাদতের সাথেও সাদৃশ্য রাখে, কিন্তু আমাদের ইবাদতের মধ্যে কখনো আমি এমন আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি নি যা আমি আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানের সময় অনুভব করেছি। আমি নিজের সঙ্গে ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা নিয়ে ফেরত যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমার জাতিকে আপনাদের বাণী **'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'** পৌঁছাব। আর আমার জন্য এখানে আসা অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের বিষয়।

হন্ডুরাসের একজন টিভি উপস্থাপিকা বলেন, আমি যুগ-খলিফার বক্তৃতা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনেছি, জলসায় যোগদান করেছি, বক্তাদের বক্তৃতা শুনেছি। আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি যে, এরূপ মহান সুযোগ আমি পেয়েছি। অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা ও বিনয় অবলোকন করেছি। এরূপ সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা আমি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি নি। লাজনাদের উদ্দেশ্যে আমার ভাষণের পর তিনি বলেন, হন্ডুরাসে আমাদের সকলের জন্য এটি খুবই প্রয়োজন অর্থাৎ নারীদের অধিকার সম্পর্কে বলা। তিনি বলেন, আমি এ বিষয়ে একটি পৃথক ভিডিও-ও প্রস্তুত করব যেন মানুষ সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারে।

তুর্কির প্রিন্টিং প্রেসের মালিকপক্ষের কয়েকজন লোক এসেছিলেন। তারা আমাদের বিভিন্ন পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছে, অনেক সুন্দর কুরআন করীমও সেখান থেকে ছেপেছে। আপনারা বুকস্টলে সেটি দেখেই থাকবেন। এই প্রেসের মালিকপক্ষের লোকেরা এসেছিলেন। এর পরিচালক বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও এত বড় একটি সম্মেলন যত সুন্দরভাবে আপনারা কোনো বড় সমস্যা ছাড়াই বাস্তবায়ন করেছেন তা আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয়।

ল্যাটভিয়া থেকে জলসায় অংশগ্রহণকারী একজন সমাজকর্মী ভদ্রমহিলা আগিজা ওযানে সাহেবা বলেন, আমরা যখন থেকে এখানে এসেছি খুব সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করছি। সবার চেহারা হাস্যোজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি। এক অদ্ভুত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আমার তো এ চিন্তা হচ্ছে যে, নিজের পরিবেশে যখন ফিরে যাবো তখন আবার সেই পুরোনো অবস্থা ফিরে আসবে যেখানে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে এবং মানুষ একে অপরকে চোখ রাঙায়।

আইসল্যান্ড থেকে ফ্যামিলি ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড পিস-এর মিশনারী পোল হারমান বলেন, আমার জলসা সালানায় আসার অভিজ্ঞতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই চমৎকার ছিল। জামা'তের সকল সদস্য যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী, ভদ্র, অপরের প্রতি যত্নবান এবং সেবার জন্যে সদা প্রস্তুত। আবাসনের খুবই উত্তম ব্যবস্থা ছিল। এ সবকিছুই তিনটি স্মরণীয় দিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং এত বৃহৎ সংখ্যক জনসমাগমকে দৃষ্টিপটে রেখে (এক কথায়) ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত ছিল। তিনি আরো বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে কর্মীরা এতটা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন যে, তাদের উপর সর্বোচ্চ চাপ আসলেও তারা বিচলিত হতেন না। তারপর তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতাও এই উত্তম ব্যবস্থাপনার অংশ ছিল। আমার বিশ্বাস যে, তাদের এতো উত্তম প্রস্তুতি হলো জামা'তের সদস্যদের উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন। এছাড়া তারা নিজেদের শিক্ষার ওপরও আমল করে।' অতএব মেহমান এবং মেযবানদের (আচার-ব্যবহারের) অনেক প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে। অনুবাদ সম্পর্কে বা বক্তৃতার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন যে, 'মাঝে মাঝে আমার অনুবাদ বুঝতে অসুবিধা হতো কিন্তু যাহোক যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা বেশ উপভোগ করেছি।'

হল্যাণ্ডের একজন উকিলও নিজ অভিব্যক্তি এভাবেই প্রকাশ করেছেন।

তারপর হাইতির বিচার বিভাগীয় পুলিশের প্রতিনিধি পি আর ইমানুয়েল বলেন, আন্তর্জাতিক আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় যোগদান করে আমার অতিথিদের একজন হওয়ার সম্মান লাভ হয়েছে। এই জলসায় অংশগ্রহণ করে একজন খ্রিষ্টান হিসেবে আমার কেবল ইসলাম সম্পর্কে নয় বরং ধর্ম সম্পর্কেও অনেক বিষয় শেখার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা এবং পটভূমির মানুষ যাদের কৃষ্টিকালচারও ভিন্ন ভিন্ন ছিল, আশ্চর্যজনকভাবে একই রঙে রঙিন হয়েছিল। এটি বিস্ময়কর এক দৃশ্য ছিল। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়।

তিনি বলেন, 'জলসায় যোগদানের পর আমি অনেক ভেবেছি যে, আহমদীদের মাঝে যে বিশ্বস্ততা এবং নিজ ধর্মের বিধিবিধান ও দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয়, প্রশ্ন হলো কোথাও তাদের হৃদয়ে কপটতা নেই তো! অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হলে আমার হৃদয় বলে, আহমদীদের মাঝে আপন ভাইয়ের ন্যায় পারস্পরিক সম্প্রীতি তাদের অভিধান থেকে কপটতা নামক শব্দটিকে যেন দূর করে দিয়েছে।' অতএব প্রত্যেক আহমদীর জন্য এ সব অভিব্যক্তি তাদের ঈমানের সুরক্ষাকারী হওয়া উচিত। তিনি বলেন, 'আমি যখন আমার দেশে ফিরে যাব তখন প্রেমপ্রীতি, শান্তি, পারস্পরিক সংবেদশীলতা, ঈমান, আনুগত্য এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বার্তা নিয়ে যাব, যা আমার এই অবিস্মরণীয় তিন দিনে লাভ হয়েছে।'

তারপর অস্ট্রেলিয়ার একজন নবআহমদী জনাব বেলাল কোদহান সাহেব বলেন, এই অনুভূতি সর্বদা আমার স্মরণ থাকবে। বিস্ময়কর দিন ছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রেম-প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য আমি কখনো ভুলতে পারব না। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক বয়আতে অংশ নেওয়াও আমার জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। এর মাধ্যমে আমার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক প্রশান্তি লাভ হয়েছে।

মাইয়োট আইল্যাণ্ড থেকে ইউনুস সাহেব যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসাস্থলে প্রথমবার প্রবেশ করতেই আমার হৃদয়ে এমন চাপ অনুভূত হয় যেন কোনো বিশেষ শক্তি আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। জলসার দৃশ্য দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে

যাই। তিনি বলেন, জলসা সম্পর্কে যদিও পূর্বেই শুনেছিলাম, তবে যোগদান করে (দেখলাম) এ-তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃশ্য!

জলসার কার্যক্রম শুনে বয়আতও হয়েছে। গিনিবাসাও-এ এক ব্যক্তি জলসার কার্যক্রম দেখে বয়আত গ্রহণ করেন। তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, সেখানেও এমটিএ-র মাধ্যমে মানুষ জলসায় অংশগ্রহণ এবং বয়আত করেছে।

১৯৭০ সালে মূসা সাহেবের বিয়ে এক অআহমদী নারীর সাথে হয়েছিল এবং তিনি চেষ্টা করছিলেন এবং দোয়াও করছিলেন যেন তার স্ত্রী আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, কিন্তু এই মহিলা মানছিলেন না। এ বছর জলসার সময় সেই পরিবারটি এমটিএ-তে জলসা দেখছিল, তাদের সাথে তার স্ত্রীও জলসা দেখেন এবং আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানের পর তিনি বলেন এই জলসা আমার ওপর এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে আর খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতামালা আমার মাঝে এক অদ্ভুত পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি আন্তর্জাতিক বয়আতের পূর্বেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলাম যে, এখন আমি আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতএব এভাবে জলসার কল্যাণে তার স্ত্রী-ও আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে যা জলসার পর এসেছে অর্থাৎ জলসার অনুষ্ঠানমালা শুনে যারা বয়আত গ্রহণ করেছেন (তাদের সম্পর্কে)।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি যেমনটি বলেছি অসংখ্য অভিব্যক্তি রয়েছে এবং বহু মন্তব্য এসেছে। সব এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া থাকবে যেন এই জলসার এমন ফলাফল প্রকাশ পায় যা আহমদীদের জীবনকেও স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পৃক্ত করবে। দোয়া থাকবে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস যেন সমৃদ্ধ হয় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে যেন পূর্ণ করে আর অন্যদের মাঝেও এমন প্রভাব সৃষ্টি হয় যা কেবল সাময়িক হবে না বরং স্থায়ীভাবে তাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী হবে আর তারা ইসলামের শিক্ষাকেই নিজেদের এবং পৃথিবীবাসীর মুক্তির কারণ মনে করবে।

প্রচার মাধ্যমেও জলসার অনুষ্ঠানমালা দেখা ও শোনা হয়েছে, এর মাধ্যমেও ব্যাপক পরিচিতি লাভ হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে ২৪টি চ্যানেলে বক্তৃতাগুলো প্রচার করা হয়েছে, বিশেষত আমার সবকটি বক্তব্য প্রচার করেছে। অন্যান্য দেশও এর অন্তর্ভুক্ত আর চল্লিশ মিলিয়নের অধিক মানুষ তা শ্রবণ করেছে।

সাংবাদিক এবং প্রচার মাধ্যমের কর্মীদের জন্য মিডিয়া সেন্টার প্রস্তুত করা হয়েছিল, এতে তেইশটি মিডিয়ার পরিচালক এবং সাংবাদিকরা অংশ গ্রহণ করেন আর প্রাত্যহিক ভিত্তিতে তারা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। এভাবে মোট ৭২টি নিউজ রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে যা আনুমানিক পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছে। ৪১টি ওয়েবসাইট থেকে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে আর সেসব ওয়েবসাইটের পাঠক সংখ্যাও ১৯ মিলিয়ন বলা হয়ে থাকে। জলসাসংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৫টি। এগুলোর পাঠক সংখ্যাও ৫ মিলিয়ন উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ১৪টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। সেগুলোর দর্শক সংখ্যাও ২০ মিলিয়ন উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ৩৭টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৩৩টি আর এ বছর ৩৭টি হয়েছে, যার শ্রোতা সংখ্যা ৮ মিলিয়ন। মানুষ তাদের মতামতও প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে ২০ লাখ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

অসংখ্য টিভি চ্যানেল রয়েছে, যার মধ্যে বিবিসি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাজ্যের আরো বহু নিউজ চ্যানেল এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও অনেক চ্যানেল এর অন্তর্ভুক্ত।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসার সংবাদ পৌঁছেছে, জামা'ত পরিচিত হয়েছে, ইসলামের পরিচিতি লাভ হয়েছে আর সকল দিক থেকে আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে বরকতমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনয়ী এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে সর্বদা নিজদের সংশোধন করার তৌফিক দান করুন আর সর্বদা আমরা যেন জামা'তের সাথে এক বিশেষ এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষাকারী হই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হই।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)